



মাসিক ফলিত পুষ্টিবার্তা

জুলাই ২০২১
দ্বিতীয় সংখ্যা



বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি মন্ত্রণালয়

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।





খাদ্যাভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে “ফলিত পুষ্টি প্রকল্প” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ “ফলিত পুষ্টি” প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ‘বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২’ পাশ হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।



বারটানে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (অতিরিক্ত সচিব)। বারটান প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে তিনিই প্রথম বারটান-এর পূর্ণকালীন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ ১৫ জুলাই, ১৯৬৫ খ্রিঃ তারিখে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ১৩তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যোগদান করেন। এর আগে তিনি ০৩ বছর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করেন।

চাকরি জীবনের প্রারম্ভে মোঃ আবদুল ওয়াদুদ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি গুরুদাসপুর (নাটোর), মতলব (চাঁদপুর), নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে শাহরাস্তি (চাঁদপুর), দাগনভূঞা (ফেনী) এবং কক্সবাজার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনে কাজ করেছেন।

সরকারের উপসচিব হিসেবে পদোন্নতি অর্জনের পরে ২০১৩ সালে মোঃ আবদুল ওয়াদুদ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। ০৩ বছর সেখানে দায়িত্ব পালন করার পরে তিনি সরকারের ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক পদে যোগদান করেন। তিনি পরবর্তীতে এই প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ০৪ জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে তিনি বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দায়িত্ব গ্রহণ করেই মোঃ আবদুল ওয়াদুদ বারটান-কে এগিয়ে নিতে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বারটান-এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে সবাইকে উদ্যোগী হতে বলেছেন। কোভিড ১৯ বিধি নিষেধ-এর মধ্যেই দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

অনলাইনে বারটানের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে বারটান-এর জুলাই মাসের মাসিক সমন্বয় সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে গুগল মিট প্ল্যাটফর্মে এই অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুগল মিটে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ খোরশেদ আলম, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বারটানের আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সহ বারটানের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত হয়ে ছিলেন। সমন্বয় সভায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বারটান-কে এগিয়ে নিতে কর্মকর্তাদের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। সমন্বয় সভায় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানদের নিজ নিজ অঞ্চলের স্থানীয় শাক-সবজিগুলোর পুষ্টিগত অবস্থা সম্পর্কিত ডাটাবেজ তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করেন। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে

স্থানীয় ফল, সবজি, মেডিসিনাল প্লান্ট এবং তাদের জাত সংগ্রহ করে রোপণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।





বিশ্বজুড়ে মানুষ অতিমারী কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে কোভিড সংক্রমিত হলেই যে চিকিৎসক কিংবা হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হবে এমনটা বাধ্যতামূলক নয়। মৃদু ও মাঝারি উপসর্গ আছে এমন সম্ভাব্য বা নিশ্চিত কোভিড আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ঘরে বসে করাই সম্ভব। ঘরে থেকে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় আইসোলেশনে থেকেই তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে পারে। এই বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা সাধারণ মানুষের জন্য তুলে ধরা হলো:

১/ আপনার যদি বিদ্যমান কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতা না থাকে এবং আপনার যদি জ্বর এবং শুকনো কাশির মতো হালকা উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আপনার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করেন যে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে আপনার উপসর্গের চিকিৎসা করা সম্ভব কি না।

২/ যথাসম্ভব মাস্ক পড়ে থাকার চেষ্টা করুন। আপনার যদি মাস্ক পরে থাকতে কষ্ট হয়, তবে হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় একবার ব্যবহার যোগ্য টিস্যু (ওয়ান টাইম টিস্যু) দিয়ে আপনার মুখ ও নাক ঢেকে নিন। ব্যবহৃত টিস্যু যথাযথভাবে ঢাকনায়ুক্ত ডাস্টবিনে ফেলে দিন। আপনি যদি রুমাল ব্যবহার করেন তাহলে তা ব্যবহারের পরে ধুয়ে নিন।

৩/ আপনার যদি কারো সেবার প্রয়োজন হয়, তবে এমন একজনকে দায়িত্ব দিন যে সুস্থ এবং যার কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত জটিলতা (ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ প্রভৃতি) নেই। সেবা প্রদানকারীরও মুখ ও নাক শক্তভাবে ঢেকে থাকে এমন মেডিক্যাল মাস্ক পরে থাকা উচিত। মাস্ক খোলার সময় মাস্কের সামনের অংশ স্পর্শ করবেন না, যথাযথভাবে ব্যবহারের পর সাথে সাথে তা ফেলে দিবেন এবং হাত ধুয়ে ফেলবেন। মাস্ক ও গাভস কোনো অবস্থাতেই পুনরায় ব্যবহার করবেন না।

৪/ বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে অন্তত এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, বিশেষ করে বয়স্ক ও স্বাস্থ্যগত জটিলতা রয়েছে এমন সদস্যদের থেকে।

৫/ আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগে বাড়িতে কোনো কাউকে আতিথ্য প্রদান করবেন না। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে একই জায়গা ব্যবহার করা এড়াতে আপনার চলাফেরা সীমিত রাখুন। নিশ্চিত করুন যে সবার ব্যবহারের জায়গা যেমন বসার ঘর, খাবার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুমে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা রয়েছে।

৬/ আপনি একটি আলাদা রুমে থাকবেন এবং রাত্রি যাপন করবেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে ঘরের অন্যান্যদের কাছ থেকে অন্তত এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন।

৭/ সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুয়ে ফেলুন। খাবার প্রস্তুত করার আগে ও পরে, খাওয়ার আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর এবং যখনই আপনার হাত ময়লা দেখায় তখনই হাত ধুয়ে ফেলুন। হাত দৃশ্যত ময়লা না থাকলে আপনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন। হাত ধোয়ার পর অন্যজনের দ্বারা ব্যবহার হয় না এমন তোয়ালে বা গামছা দিয়ে হাত মুছে নিন, ব্যবহারের পরে নিয়মিত ধুয়ে ফেলুন।

৮/ আপনার খাবার খাওয়ার সরঞ্জামাদি যেন অন্য কেউ ব্যবহার না করে। সবসময় পুনরায় ব্যবহারের আগে ভালভাবে সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

৯/ টেবিল, বিছানার ধার, আসবাবপত্র, দরজার হাতল এবং ঘন ঘন স্পর্শ করা হয় এমন সকল উপরিতল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সকল উপরিতলে জীবাণুনাশক (০.৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরেট যুক্ত) ব্যবহারের আগে সেগুলো অবশ্যই সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কাপড় ও তোয়ালে ডিটারজেন্ট ও গরম পানি দিয়ে হাতে ধোয়া উচিত, অথবা ৬০-৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে নিন।

১০/ দাঁত মাজার ব্রাশ, টুথপেস্ট, খাবার খাওয়ার সরঞ্জাম, খালা বাসন, কাপ, তোয়ালে, শরীর মোছার কাপড় বা ওয়াশক্লথ এবং বিছানার চাদর অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন না।

১১/ ধূমপান করবেন না যেহেতু এটি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে তা আপনার জন্য রোগের গুরুতর পর্যায়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

১২/ যদি আপনার জটিল উপসর্গ সমূহ যেমন শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় বা বুকে ব্যথা হয়, তবে চিকিৎসা সেবার জন্য আপনার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

১৩/ এই কঠিন সময়ে সক্রিয় থাকুন এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো সক্রিয় রাখুন। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করা, ভালোভাবে ঘুমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করুন। বিশ্রাম নিন, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন। প্রতিদিন তাজা এবং অপ্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ করুন। অতিরিক্ত লবণ, চিনি এবং চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, প্রতিদিন ৮-১০ কাপ পানি পান করুন।

১৪/সংকটকালে বিষণ্ণ, উদ্ভিগ্ন, বিভ্রান্ত, ভীত বা রাগান্বিত বোধ করা স্বাভাবিক। তাই আপনার বিশ্বস্ত মানুষের সাথে কথা বলুন। টেলিফোন, ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে আপনি যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেন।

১৫/ কোভিড ১৯ সম্পর্কে শুধুমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রচারিত তথ্য সংগ্রহ করুন। এবং যদি খবর আপনাকে উদ্ভিগ্ন করে তোলে তবে বেশি খবর দেখা বা পড়া থেকে বিরত থাকুন।

কৃষিবিদ মোঃ মারুফুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারটান)

বসত বাড়িতে সবজি বাগানের জন্য এমন একটি সবজি খুঁজছেন , যা আপনাকে দিতে পারে অধিক পুষ্টি আর আর বাগানের শোভা বাড়াবে দ্বিগুণ। পার্পল টেঁড়স হতে পারে আপনার বাগানের জন্য দুর্দান্ত পছন্দের একটি সবজি । সাধারণ সবুজ রঙের টেঁড়স এর ফুল দেখতে সুন্দর হলেও পার্পল টেঁড়স শুধু বাগানেই নয় খাবার টেবিলেও যুক্ত করবে অধিক পুষ্টির সাথে আলাদা সৌন্দর্য ।

ভিটামিন সি , ভিটামিন এ , ফলিক এসিড , ভিটামিন বি সাথে ম্যাগনেসিয়াম , পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মত খনিজ লবণের দারুণ উৎস টেঁড়স । কম ক্যালরি একই সাথে স্যাচুরেটেড ফ্যাট মুক্ত একটি সবজি। খাবারে আঁশ ঐর যোগান দিতে উত্তম খাবারের একটি । গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ফলিক এসিডে পাওয়ার সব থেকে নিরাপদ উৎস হতে পারে টেঁড়স ।

পার্পল টেঁড়স এ xenobioticsidants (anthocyanin) নামক উপাদান আছে যা সবুজ টেঁড়স এর চেয়ে বেশি । তাই অধিক পুষ্টি গুণ সমৃদ্ধ সবজির তালিকায় পার্পল টেঁড়স অনেক এগিয়ে ।

বেশি পুষ্টি পেতে টেঁড়স ব্ল্যাঞ্চড, সেদ্ধ, স্টিমড, ডিপ-ফ্রাইড, হালকা ভেজে খেতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের সবজি, টমেটো, ভুট্টা এবং মরিচের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে আপনার পছন্দমত রেসিপি তৈরি করে নিতে পারেন । লোহার পাত্রে রান্না করলে এর রঙ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

পার্পল টেঁড়স এর অরিজিন আফ্রিকায়, এটি মালভেসি পরিবারের একটি উদ্ভিদ । পার্পল টেঁড়স, আমাদের প্রচলিত সবুজ টেঁড়স এর আরেকটি জাত । গাড় বা হালকা পার্পল রঙ এর উপস্থিতি এবং ফল (pod) মসৃণ পৃষ্ঠ থাকতে পারে । বড় আকারের গাছ যার অন্যতম আকর্ষণ ফুল , লম্বা হৃদপিণ্ডের আকারের লোমযুক্ত পাতা তৈরি করে যা লম্বা কাণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে । পাতার অক্ষের মধ্যে গুঁটি বিকশিত হয় এবং ফুলের পরে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।

ভক্ষণ যোগ্য অংশ হচ্ছে টেঁড়স এর ফল যাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পড বলা হয় । সাধারণত টর্পেডো আকৃতির এবং দুই থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে । দারুণ স্বাদ এবং টেক্সচার ঐর জন্য সকলের পছন্দের একটি সবজি ।

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি , খরিফ -১ ও খরিফ-২ তিন সিজনেই চাষ করা সম্ভব এই সবজি টি ৫৫-৬০ দিনের মাঝেই ফলন পাওয়া যায় । বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট অধিক পুষ্টি গুণ সমৃদ্ধ সবজি হিসেবে পার্পল টেঁড়স নিয়ে একটি গবেষণা চলমান রয়েছে ।



কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বারটান-এর ২০২১-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। একই সময়ে বারটান-এর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর সঙ্গেও প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বারটান ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৫৭০০ জনকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে রয়েছে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কিষাণ-কিষাণী। এছাড়া গার্মেন্টস, বিদেশগামী কর্মী, বস্তিবাসী ও অন্যান্য সহ সর্বমোট ১২ হাজার ২শ জনকে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়া খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৪টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করবে বারটান। বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক ৩০টি বেতার কথিকাও সম্প্রচার করা হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণ এবং একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শুরু করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতিনির্ভর থেকে ফলাফলনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।



বারটানের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ পেয়েছেন প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাকছুদুল হক। আঞ্চলিক কার্যালয়-থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন ড. মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক প্রধান, বিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়।

এছাড়া ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্বদের মধ্যে পেয়েছেন প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক মোছা: শাহিদা খাতুন।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্য নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে প্রণীত হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সততা, কর্মদক্ষতা সহ মোট ১৯টি সূচকের ভিত্তিতে প্রতিবছর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।



Editorial Board

Advisor

Md Md. Abdul Wadud, Executive Director, BIRTAN

Editor in Chief

Md. Khorshed Alam NDC, Director (Admin & Finance), BIRTAN

Managing Editor

Syed Sabbir Ahmed, Public Relation Officer, BIRTAN

Member

Rownoke Jannat Janny, Scientific Officer, BIRTAN

Saad Ahmmed, Instructor, BIRTAN



Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition (BIRTAN)

Ministry of Agriculture

Bishnandi, Araihasar, Narayanganj, Bangladesh.

